সারা দেশে গণপরিবহন বন্ধ ঘোষণা

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সারা দেশে গণপরিবহন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সব ধরনের গণপরিবহন বন্ধ থাকবে।

মঙ্গলবার সকালে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ ঘোষণা দিয়েছেন বলে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার আগামী ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সারাদেশে গণপরিবহন লকডাউন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তবে ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ওষুধ, জরুরি সেবা, জ্বালানি, পচনশীল পণ্য পরিবহন এ নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে।

পণ্যবাহী যানবাহনে কোনো যাত্রী পরিবহন করা যাবে না বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

সুত্র-যুগান্তর

‘দেশটাকে ইতালির মতো মৃত্যু–উপত্যকা বানাবেন না, প্লিজ’

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার ভোজেশ্বর গ্রামের দুই ভাই উৎপল দাস ও বিকাশ দাস। ইতালির রোমে থাকেন তাঁরা। ২০ বছরেরও বেশি হয়ে গেছে। ১৭ জানুয়ারি দুই ভাই বাংলাদেশে এসেছিলেন, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে। ছুটি শেষে ২৪ ফেব্রুয়ারি রোমে ফিরে যান তাঁরা। কিন্তু ইতালিতে তত দিনে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লকডাউন করেছে। ১০ মার্চ থেকে ঘরেই আছেন উৎপল।

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১১টার দিকে ম্যাসেঞ্জারে উৎপল দাসের সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা লাখো বাংলাদেশি ইতালিতে মৃত্যুকূপের মধ্যে আছি। সুযোগ থাকার পরও বাংলাদেশের বিপদ বাড়বে বলে দেশে ফিরিনি। ইউরোপের মতো উন্নত দেশগুলো করোনাভাইরাস মোকাবিলা করতে হিমশিম খাচ্ছে। প্রতিদিনই মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে। সেখানে হাজারো সীমাবদ্ধতা থাকা আমাদের দেশ কতটা অনিরাপদ, তা বুঝতে পারছি।’

উৎপল দাস এই মুহুর্তে বাংলাদেশে অবস্থান করা প্রবাসীদের উদ্দেশে বলেন, ‘যাঁরা বাংলাদেশে ফিরে গেছেন, তাঁরা দেশকে নিরাপদে রাখুন। সরকারের আদেশ মেনে কোয়ারেন্টিনে থাকুন। দেশকে বিপদমুক্ত রাখুন। আমরা প্রবাস থেকে টাকা আয় করে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখি। অথচ আজ আমাদের অসচেতনতা বাংলাদেশের জন্য বড় বিপদ ডেকে এনেছে। এ দায় আমরা এড়াতে পারব না। দেশের মানুষ আমাদের ক্ষমা করবে না।’

নড়িয়ার ঘড়িসার এলাকার এক বাসিন্দা ১৫ বছর ধরে ভেনিসে থাকেন। তিনি গতকাল রাতে ম্যাসেঞ্জারে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি ভেবেছি করোনাভাইরাস যদি আমার মাধ্যমে বাংলাদেশে যায়, পরিবারের লোকজনসহ দেশের মানুষ সংক্রমিত হবে। দেশটা ইতালির মতো মৃত্যু–উপত্যকা হয়ে যাবে। কিন্তু হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশে গেছেন। তাঁরা নিজেরা আক্রান্ত হয়েছেন। আত্মীয়স্বজনকে সংক্রমিত করেছেন। মৃত্যুর মিছিলে বাংলাদেশকে যুক্ত করেছেন। প্রবাস থেকে যাঁরা দেশে ফিরেছেন,

তাঁদের প্রতি অনুরোধ, নিজেকে দুই সপ্তাহ সবার থেকে দূরে রাখুন। দেশটাকে ইতালির মতো মৃত্যু–উপত্যকা বানাবেন না, প্লিজ।’

Lifebuoy Soap
ডামুড্যার কাইলারা এলাকার যুবক কিশোর কুমার ভেনিসে থাকেন। তিনি গতকাল সন্ধ্যায় মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন,‘এখন ইতালির আবহাওয়া বেশ স্যাঁতস্যাঁতে। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়া বইছে। ১৫ দিন ধরে ঘরে আটকা আছি। ঘরে পর্যাপ্ত খাবার আছে। দেশ থেকে স্বজনেরা জানান, ইতালিফেরতদের বাড়িতে পুলিশ লাল পতাকা টানিয়ে দিচ্ছে। তখন মনটা খারাপ হয়ে যায়। ইতালিতে তো আমরা সরকারের সব নিয়ম মেনে চলি। তাহলে দুর্যোগের সময় নিয়ম মানছি না কেন? কেন প্রিয় মাতৃভূমিকে ইতালির মতো মৃত্যু–উপত্যকা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি?’

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় থাকেন নড়িয়ার মশুরা গ্রামের সুমন ঘোষ। তিনি গতকাল রাতে বললেন, ‘বাংলাদেশের স্বজনের জন্য শঙ্কা হয়। যখন শুনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে কেউ দেশের কাউকে সংক্রমিত করেছেন, তখন নিজেকে অপরাধী লাগে। নিজের প্রিয় মাতৃভূমিকে নিরাপদ রাখতে পারলাম না।’

জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, শরীয়তপুরের দেড় লাখ মানুষ প্রবাসে থাকেন, যার ৮০ শতাংশ ইতালিতে থাকেন। এর মধ্যে নড়িয়ার বাসিন্দা ৭০ শতাংশ। ইতালিপ্রবাসীরা প্রতিনিয়ত শরীয়তপুরে যাতায়াত করছেন।

অভিবাসন পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত ২ হাজার ৮৩৮ জন প্রবাসী দেশে এসেছেন, যাঁদের বাড়ি শরীয়তপুর। এর আগে ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১১ মার্চ পর্যন্ত আরও পাঁচ হাজার প্রবাসী শরীয়তপুরে এসেছেন। এর মধ্যে হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন মাত্র ৩৬৪ জন। আর হোম কোয়ারেন্টিন শেষ করেছেন ১৫৮ জন। দুজনের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ করেছে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)।

শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসক কাজী আবু তাহের বলেন, ‘শরীয়তপুরে এসেছেন—এমন প্রবাসীদের তথ্য পেয়ে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। যাঁরা সরকারের নির্দেশ মানছেন না, তাঁদের সংক্রামক রোগ বিস্তার রোধ আইনের আওতায় এনে জরিমানা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে ১৩ জনকে জরিমানা করা হয়েছে।’

বন্ধ হচ্ছে ৭০টি ট্রেন

করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে রেলওয়েতে ৩৮টি আন্তঃনগর ট্রেনসহ অন্তত ৭০টি ট্রেন চলাচল বন্ধের ঘোষণা আসছে। আজ-কালের মধ্যে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। বর্তমানে রেলে সারা দেশে ৩৫৬টি যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করছে। এসব ট্রেনে গত কয়েকদিন ধরে তুলনামূলক যাত্রী কম হলেও ট্রেনগুলো চলছে।

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বলছে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণের মধ্যে ট্রেন পরিচালনা এ মুহূর্তে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ট্রেন চলাচল বন্ধের কোনো বিকল্প নেই। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কমলাপুর রেলস্টেশনসহ নির্ধারিত আরও কিছু স্টেশনে থাকা দোকানপাট রোববার রাত থেকে বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সোমবার বিকালে রেলপথমন্ত্রী মো. নুরুল ইসলাম সুজন যুগান্তরকে বলেন, এটা নিশ্চিত যে, করোনাভাইরাস প্রতিরোধে আরও বেশ কয়েকদিন আগেই ট্রেন বন্ধ করে দেয়া উচিত ছিল। কারণ, করোনাভাইরাস প্রাণঘাতী। আমরা যাত্রীদের সেবা দিতে চাই। সেবার বদলে যদি করোনা আক্রান্ত হয়, তাহলে সেটি হবে খুবই দুঃখজনক, যা আমরা করতে পারি না। আমরা সোমবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিছু আন্তঃনগর, মেইল, লোকাল ও কমিউটার ট্রেন বন্ধ করে দেব। এ জন্য আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যেই রেলওয়ে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক বরাবর জরুরি ভিত্তিতে পত্র দিয়েছি।

পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী, সোমবার ও মঙ্গলবার সকালের মধ্যে তারা জানিয়ে দেবেন- এই মুহূর্তে কোন কোন ট্রেন বন্ধ করা যায়। তাদের প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করেই ট্রেনগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে। তবে এর আগে নিশ্চয় সরকারের উচ্চ মহলের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করা হবে। সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্দেশনা মেনেই আমরা ট্রেন বন্ধ করার দিকে যাব। এটি একটি সরকারি গণপরিবহন, দেশের যে কোনো দুর্যোগের মধ্যেই ট্রেন চলাচল ছিল। কিন্তু এই করোনা প্রতিরোধে আমরা এ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। এ জন্য দেশবাসীর কাছে আমরা সহযোগিতাও চাই।

মো. নুরুল ইসলাম সুজন আরও বলেন, এই মুহূর্তে ট্রেন চলাচল নিশ্চয় ঝুঁকির। যাত্রীসাধারণের সঙ্গে রেলওয়ে সংশ্লিষ্টরা ঝুঁকির মধ্যে

মঙ্গলবার সকালের মধ্যে বন্ধ করে দেয়া ট্রেনের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ইতোমধ্যে আমাদের অঞ্চলে প্রায় প্রতিটি ট্রেনেই যাত্রীর সংখ্যা কমেছে। ফলে সরকারের নির্দেশনা পেলে করোনা প্রতিরোধে দেশের মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে সব ট্রেন বন্ধ করে দেয়ার অনুরোধ জানানো হবে।

মিহির কান্তি গুহ জানান, রাজশাহী-ঢাকা, খুলনা-ঢাকায় চলাচলকারী বনলতা এক্সপ্রেস, ধূমকেতু এক্সপ্রেস, পদ্মা এক্সপ্রেস, সিল্কসিটি এক্সপ্রেস, চিত্রা এক্সপ্রেস, সুন্দরবন এক্সপ্রেস, বেনাপোল এক্সপ্রেসসহ মোট ৮টি আন্তঃনগর ট্রেন এবং আরও ৪টি মেইল ট্রেন বন্ধের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে।

রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. শামছুজ্জামান যুগান্তরকে জানান, করোনা প্রতিরোধে ট্রেন বন্ধের কোনো বিকল্প নেই, কথাটি আমরা বহু আগ থেকেই বলে আসছি। আমরা যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই। কিন্তু এমন অবস্থায় ট্রেনে কিছুতেই যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। উনিশ থেকে বিশ হলেই যে কোনো যাত্রী করোনায় আক্রান্ত হতে পারেন। কারণ, এক একটি ট্রেনে যাত্রীরা গাদাগাদি করে ভ্রমণ করে। তাছা ৫-১০ ঘণ্টা পর্যন্ত গাদাগাদি অবস্থার মধ্যে যাত্রীরা ভ্রমণ করেন। এটি নিশ্চয় খুবই আতঙ্কের। ফলে আমরা ট্রেন বন্ধের সিদ্ধান্তের দিকে যাচ্ছি। আমরা প্রস্তুত রয়েছি। এখন সরকারের নির্দেশনা পেলেই ট্রেন বন্ধ করা হবে।

রেলপথ সচিব মো. মোফাজ্জেল হোসেন জানান আমরা রেলওয়ের উভয় অঞ্চলে প্রস্তাব চেয়েছি। মঙ্গলবার এসব প্রস্তাব আমাদের কাছে আসবে। এরপর বিষয়টি নিয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয় তথা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হবে। আমরা যাত্রীদের নিরাপত্তা তথা দেশের মানুষের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ট্রেন বন্ধ করে দেয়ার পক্ষে। সেই দিকেই আমরা যাচ্ছি। আমরা চাই মানুষ সুস্থ থাকুক। মানুষ নিরাপদ থাকুক। সবাই মিলে এই করোনা প্রতিরোধের যুদ্ধে জয়ী হতে চাই।

সুত্র-যুগান্তর

২৬ মার্চ থেকে ১০ দিনের সাধারণ ছুটি

বিশ্ব জুড়ে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস বিস্তার রোধে আগামী ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এ সময় শুধু পুলিশ ও হাসপাতাল ছাড়া সব ধরনের সরকারি সেবা বন্ধ থাকবে।

সোমবার বিকালে সচিবালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউসসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবরা এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

গত ডিসেম্বরে চীনের উহান থেকে মহামারী আকারে বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। এ ভাইরাসে সারাবিশ্বে এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৩ লাখ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১৪ হাজারেরও বেশি মানুষ। এছাড়া চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন প্রায় ৯৯ হাজার মানুষ।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত তিনজন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩ জন।

করোনা কেড়ে নিল আরও এক প্রাণ, নতুন করে আক্রান্ত ৬

করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নতুন করে আরও ছয়জন আকান্ত হয়েছে।

বিস্তারিত আসছে…

২৫ মার্চ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মাঝে দেশবাসীর উদ্দেশে দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে এ ভাষণ দেবেন তিনি।

সোমবার সচিবালয়ে এক ব্রিফিংয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ কথা জানান।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস রাখুন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যখন যেটা করতে হবে প্রধানমন্ত্রী সে সম্পর্কে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে দিক নির্দেশনা দেবেন। ২৫ মার্চ তিনি এই ভাষণ দেবেন।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

ধারণা করা হচ্ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণে সরকারের নেয়া পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি তুলে ধরে দেশবাসীকে উদ্বিগ্ন না হতে আশস্ত করবেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। এই মুহূর্তে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সে বিষয়েও তিনি কথা বলবেন।

সুত্র-যুগান্তর

স্বাধীনতা দিবসে আ’লীগের সব অনুষ্ঠান বাতিল

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের কারণে আগামী ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের সব অনুষ্ঠান বাতিল করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ।

সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ তথ্য জানান।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে আওয়ামী লীগের কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের সব অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, দেশে বর্তমানে কোনো প্রকার খাদ্য সংকট নেই। অহেতুক মজুদকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, জনপ্রতিনিধিরা করোনাভাইরাসে স্থানীয়দের সতর্ক করুন। কারও করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানান।

সুত্র-যুগান্তর

বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত

করোনোভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বিএনপির সব সাংগঠনিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে শুধু করোনা সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান থাকবে। শনিবার রাতে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়।

রোববার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী

স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়, দেশব্যাপী দলের সব পর্যায়ে চলমান কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

এর আগে করোনাভাইরাসের কারণে কারাবন্দি চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারম্যান খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ১১ মার্চের দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচিও বাতিল করেছিল দলটি।

প্রসঙ্গত ৮ মার্চ করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ার পর এ পর্যন্ত এই ভাইরাসে দেশে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত ধরা পড়েছেন ২৪ জন।

করোনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ: টেলিভিশনে চালু হচ্ছে বিকল্প পাঠদান

করোনাভাইরাসের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বিকল্প পন্থায় ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া চালু রাখার উদ্যোগ নিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। রেকর্ড করা বিষয়ভিত্তিক লেকচার টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হবে। পাশাপাশি ইউটিউব ও অনলাইনে আপলোড করা হবে লেকচার।

আগামী শনিবার থেকে এই তিন মাধ্যমেই সেবা কার্যক্রমটি শুরু হবে। প্রস্তুতি শেষ হলে এর আগে মঙ্গলবার পরীক্ষামূলক সম্প্রচার করা হবে। আপাতত ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পাবে এই সেবা। এ লক্ষ্যে বর্তমানে লেকচার রেকর্ডিং, সম্পাদনা ও মূল্যায়নের কাজ চলছে।

অপরদিকে প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিকল্প পন্থায় লেখাপড়া চালু রাখার চিন্তাও চলছে। এ লক্ষ্যে আজ (সোমবার) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে (ডিপিই) বৈঠক ডাকা হয়েছে। ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা অধিদফতরের ফেসবুক পেজে দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. ফসিউল্লাহ।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (বেডু), শিক্ষা বিশেষজ্ঞ প্রমুখের সমন্বয়ে গঠিত টিম লেকচারগুলো ভেলিডেট বা মূল্যায়ন করবেন। এরপর তা সম্প্রচারের লক্ষ্যে ছাড়পত্র পাবে। স্কুল না খোলা পর্যন্ত এই লেকচার সম্প্রচারের কাজ চলবে। অর্থাৎ টেলিভিশনেই অব্যাহত থাকবে স্কুলের পাঠদান। এজন্য একদিকে রেকর্ডিং আরেক দিকে ভেলিডেশন ও সম্প্রচার কাজ অব্যাহত থাকবে। এখন পর্যন্ত তিনটি স্টুডিওতে ক্লাস রেকর্ডিং হচ্ছে।

এগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং মোবাইল ফোন অপারেটর রবির স্টুডিও। মাউশি মহাপরিচালক জানান, কোন টিভিতে সম্প্রচার করা হবে সেটি এখন পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি। তবে বিটিভি অবশ্যই থাকবে। সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টার মধ্যবর্তী সময়ে ক্লাসগুলো সম্প্রচারের চিন্তা আছে।

ডিপিই’র পদক্ষেপ: মহাপরিচালক মো. ফসিউল্লাহ বলেন, শিক্ষার্থীদেরকে এভাবে টেলিভিশনে লেকচার সম্প্রচার করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা কঠিন। এর কারণ হল শিক্ষার্থীদের বয়স, অবস্থানগত পরিস্থিতি ইত্যাদি। তবে লেখাপড়া অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণে সোমবার (আজ) বৈঠক হবে। আপাতত অভিভাবকদের এসএসএম পাঠানোর চিন্তা আছে। জানা গেছে ছুটিকালীন সময়ের নির্দেশনা দিয়ে ২০ মার্চ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন মহাপরিচালক। এতে করোনাভাইরাসে আতঙ্কিত না হয়ে প্রতিরোধের আহ্বান জানান তিনি।

বার্তায় বলা হয়, ‘এখন স্কুল বন্ধ। স্কুল বন্ধ থাকলেও রুটিন করে পড়ালেখা করতে হবে। পাশাপাশি মা-বাবাকে কাজে সাহায্য করতে হবে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হওয়া যাবে না। আর মা-বাবাদের শিশু ও শিক্ষার্থীদের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।’

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে ক্লাস : এদিকে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার কাজ চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অন্যতম। আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েও অনলাইনে ক্লাস চলছে বলে জানা গেছে। সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য প্রকৌশলী আবদুল আজিজ জানান, তাদের

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা অনলাইনে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। অনলাইনে কুইজ, ক্লাস টেস্ট ও অ্যাসাইনমেন্ট জমা নেয়া হচ্ছে।

সুত্র-যুগান্তর

দেশে করোনাভাইরাসে আরও ৩ জন আক্রান্ত

দেশে করোনাভাইরাসে আরও তিনজন আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন নারী ও দুজন পুরুষ। আশার বিষয় হচ্ছে- প্রাণঘাতী এ সংক্রমণে নতুন করে কোনো মৃত্যুর খবর নেই। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ জনে।

করোনাভাইরাস নিয়ে সবশেষ অবস্থা জানাতে রোববার জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ব্রিফিংয়ে বক্তৃতা করেন আইইডিসিআরের পরিচালক ডা. সেব্রিনা ফ্লোরা।

তিনি জানান, করোনায় এ পর্যন্ত দুজন মারা গেছেন।

বিশ্বজুড়ে নভেল করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর ৮ মার্চ প্রথম বাংলাদেশে তিনজন এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর জানায় আইইডিসিআর।

তার ১০ দিন পর ১৮ মার্চ সত্তরোর্ধ্ব এক ব্যক্তির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মেয়ের মাধ্যমে তার দেহে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটেছিল। সেটিই ছিল বাংলাদেশে প্রথম মৃত্যু।

এর পর কয়েক দফায় শনিবার নাগাদ দেশে ২৪ জন কোভিড-১৯ রোগী ধরা পড়ে। তারা কেউ বিদেশফেরত, কেউ তাদের স্বজন।

করোনাভাইরাসের ব্যাপক সংক্রমণ ঠেকাতে শনাক্ত রোগীদের সংস্পর্শে এসেছেন, এমন সবাইকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। বিদেশফেরত সবাইকে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এর আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, মার্চের ১ তারিখের পর বিদেশফেরতদের তালিকার তথ্য বিমানবন্দর থেকে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নেয়া হয়েছে। যারা পালিয়ে আছেন, তাদের খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তিনি বলেন, সে তালিকা সারা দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। যারা বিদেশ থেকে এসেছেন, আমাদের কাছে তথ্য দেননি, আত্মগোপন করেছেন, তাদের খুঁজে বের করে কোয়ারেন্টিনে নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

দেড় শতাধিক দেশে ছড়িয়ে পড়া কোভিড-১৯ রোগকে ইতিমধ্যে বৈশ্বিক মহামারী ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-হু। এতে মৃত্যুর সংখ্যা ১৩ হাজার ছাড়িয়েছে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে বাংলাদেশে জনসমাগমের মতো সব অনুষ্ঠান আয়োজনে মানা করা হয়েছে। বন্ধ করা হয়েছে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিনোদনকেন্দ্র ও প্রেক্ষাগৃহ।

করোনাভাইরাসের কোনো উপসর্গ দেখা দিলে বা সন্দেহ হলে যোগাযোগের জন্য হটলাইন (৩৩৩, ১৬২৬৩) চালু করেছে আইইডিসিআর। তাতে ফোন করলে বাড়িতে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করবেন আইইডিসিআরের কর্মীরা।

কেউ চাইলে iedcrcovid19@gmail.com ঠিকানায় ই-মেইল করে নিজের বক্তব্য জানাতে পারবেন। এ ছাড়া ফেসবুক গ্রুপ Iedcr,COVID-19 Control Room-এর ইনবক্সে সমস্যার কথা বলতে পারবেন।

সুত্র-যুগান্তর